শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরী কালী বিগ্রহ মন্দিরঃ

বাংলাদেশের বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরসমূহের অন্যতম এই মন্দিরটি চটেশ্বরী সড়কে তিন পাহাড়ের কোণে অবস্থিত। মূল সড়কের পাশে একটু উঁচুতে বাঁধানো চত্বরটির বাঁ দিকে কালী মন্দির ও ডান দিকে শিব মন্দির রয়েছে। মন্দিরের পাশেই বিখ্যাত চটেশ্বরী কুন্ডু অবস্থিত। যেখানে মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় বহুবার গোপন বৈঠক করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই মন্দিরটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় কষ্টি পাথরে কালী মূর্তি এবং শ্বেতপাথরে শিব মূর্তি পুনঃনির্মাণ করা হয়।

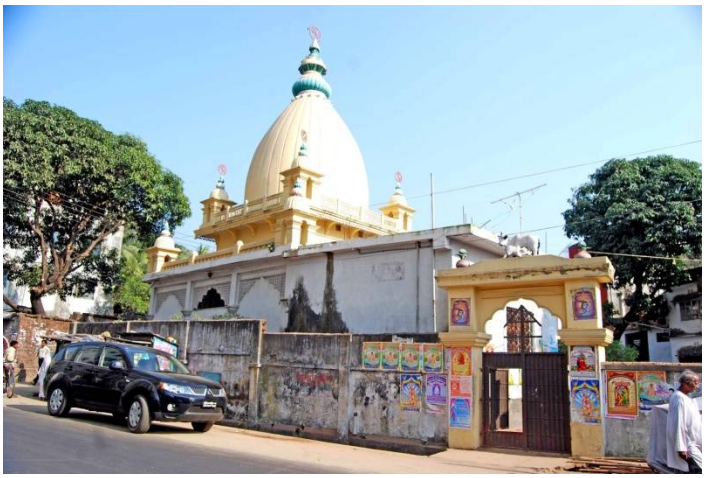

ছবি: শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরী কালী বিগ্রহ মন্দির

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরঃ

এশিয়া মহাদেশে দুটি জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর রয়েছে। একটি জাপানের টোকিওতে অন্যটি চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদে। এ জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। এখানে ৪ টি গ্যালারিতে ও ১ টি বিশাল হলঘর আছে। জাদুঘরের ৩ টি গ্যালারিতে ২৫ টি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যেমন- চাকমা, মারমা, তনচংগ্যা, খমি, মুরং সাঁওতাল, গারো, চাক, মণিপুরি, টিপরা, হাজং, লুসাই, সিমুজি, বম ইত্যাদি নৃ-গোষ্ঠীর নানরকমের অস্ত্র, ফুলদানি, কাপড়, নৌকা, কাঁচি, অলংকার, বাঁশের পাইপ ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট গ্যালারিতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিসত্মান, অস্ট্রেলিয়া ও কিরগিস্থানের কিছু সম্প্রদায়ের জীবনপ্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে। হলরম্নমের দেয়ালচিত্রের মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম উৎসব ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও দর্শনার্থীদের ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রবিবার ও সরকারী ছুটির দিন ব্যতিত প্রতিদিন এই জাদুঘর দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

ছবি: জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

চেরাগী পাহাড়ঃ

চেরাগী পাহাড়েরর সাথে চট্টগ্রাম নামকরণের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে বদর শাহ নামে এক আউলিয়া ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেন। কথিত আছে, সেসময় এ স্থান জিনদের রাজত্ব ছিল। জিনদের কারণে বদর আউলিয়া এখানে প্রবেশের সময় বাধাগ্রস্থ হন। তিনি তখন এক খন্ড জমি নির্বাচন করেন। তারপর জিনদের বিতাড়িত করার জন্য সেখানে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। বলা হয়, প্রদীপের আলো যতদূর পর্যমত্ম ছড়িয়ে পড়ে, ততদূর পর্যমত্ম জিনরা বিতাড়িত হয়। এই আলো ক্রমান্বয়ে সমসত্ম এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল জিন এখান থেকে পালিয়ে যায়। প্রদীপ-এর স্থানীয় পভিাড়া ‘চাটি’। সেখানে থেকেই চাটিগ্রাম এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম নামকরণ হয়। আর প্রদীপের আরেক নাম চেরাগ থেকে চেরাগী পাহাড় নামের উৎপত্তি। বর্তমানে চেরাগী পাহাড়ের জামান খান সড়কের সংযোগস্থলে একটি মনুমেন্ট নির্মিত হয়েছে।

ছবি:চেরাগী পাহাড়

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিঃ

১৯৭৪ সালের ১১ই জানুয়ারী কুমিলস্নায় বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমি নামে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে ভাটিয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিটি সরিয়ে আনা হয়। পাহাড় ও সমুদ্রবেষ্টিত অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এ একাডেমিতে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ক্যাডেটরা দুই বছরের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এতে অস্ত্রবিদ্যা, ম্যাপ রিডিং, শারীরিক দক্ষতা, সামরিক কৌশল এবং অন্যান্য সামরিক বিষয়ের সাথে সণাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ছবি: বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি

ভাটিয়ারী হ্রদ ও গলফ ক্লাবঃ

চট্টগ্রাম শহরেরর সিটি গেট থেকে মাত্র ২০ মিনিটের দূরত্বে ভাটিয়ারিতে রয়েছে অসাধারণ প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য। এখানে রয়েছে পাহাড়, কৃত্রিম হ্রদ ও সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত পাহাড় কেটে তৈরী করা উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো গলফ কোর্স। এখান থেকে পাহাড়ের গায়ে সূর্যাসেত্মর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার জন্য 'সানসেট পয়েন্ট' রয়েছে। হ্রদে নৌকা ভ্রমণ এবং মাছ শিকার করাও আনন্দদায়ক।

ছবি: ভাটিয়ারী হ্রদ ও গলফ ক্লাব

বাটারফ্লাই পার্কঃ

পতেঙ্গা সমদ্র সৈকত এলাকার ২কি.মি. পূর্বে শাহ্ আমানত (র) আমত্মর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে রয়েছে দেশের একমাত্র প্রজাপতি পার্ক। এখানে জীবমত্ম প্রজাপতি দেখার পাশাপাশি বিশেষভাবে সংরক্ষিত মৃত প্রজাপতি দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে শিশু পার্ক, হ্রদে নৌভ্রমণ, বনভোজন, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে।

ছবি: বাটারফ্লাই পার্ক

শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড রিক্রিয়েশন পার্কঃ

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার কোদালা বন বিটের সবুজ বনানী ঘিরে দেশের প্রথম ক্যাবল কার তৈরি করা হয়। এখানে একই সাথে স্থাপিত হয়েছে দেশের একমাত্র পাখিশালা এবং বিনোদন কেন্দ্র। প্রাকৃতিক এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, গবেষণা এবং বিনোদনের উদ্দেশ্য নিয়ে রাঙ্গানিয়াতে পাঁচশ একরের ওপর বিশাল বনভূমি এবং পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড রিক্রিয়েশন পার্ক নামে এশিয়ার বৃহত্তম এই পাখিশালা গড়ে তোলা হয়েছে।

সম্পূর্ণ পার্ক এলাকা ওপর থেকে দেখার জন্য তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর তৃতীয় সর্ববৃহৎ ২ কিলোমিটার দীয় ক্যাবল কার লাইন। এখানে পর্যটকদের জন্য উন্নতমানের হোটেল রেসেত্মারাঁসহ অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।

ছবি: শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড রিক্রিয়েশন পাক

ফয়'স লেকঃ

চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্র থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে পাহাড়তলি রেলস্টেশনের অদূরে খুলশি এলাকায় অবস্থিত কৃত্রিম হ্রদটি ফয়'স লেক নামে পরিচিত। এটি ১৯২৪ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষির তত্ত্বাবধানে খনন করা হয় এবং সে সময় এটি পাহাড়তলি লেক হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ রেল প্রকৌশলী ফয় (Foy) –এর নামে এর নামকরণ করা হয়। ৩৩৬ একর জমির উপর এই হ্রদটি পাহাড়ের এক শীর্ষ থেকে আরেক শীর্ষের মধ্যবর্তী একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সৃষ্ট। ফয়'স লেকের পাশেই রয়েছে চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় বাটালি হিল। পাহাড়তলি রেলস্টেশন এর দক্ষিণ কোল ঘেঁষে রয়েছে আরেকটি কৃত্রিম হ্রদ। ফয়'স লেক তৈরীর পূর্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১৯২০ সালে এটি খনন করে। দুটি কৃত্রিম হ্রদই পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে থাকে। ২০০৪ সালে হ্রদটিকে কেন্দ্র করে একটি বিনোদন পার্ক স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দর্শনার্থীদের জন্য নৌকা ভ্রমণ, রেসেত্মারাঁ, ট্র্যাকিং এবং কনসার্ট-এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এখানে বিরল প্রজাতির পাখি এবং ডিয়ার পার্কে হরিণ দেখার ব্যবস্থা আছে। ফয়'স লেকের পাশেই রয়েছে চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা।

ছবি: ফয়'স লেক

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতঃ

দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণে কর্ণফুলি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত অবস্থিত। চট্টগ্রাম শহর থেকে এই সৈকতের দূরত্ব প্রায় ২০ কি.মি। চট্টগ্রাম শহর থেকে পতেঙ্গা যাওয়ার পথে অনেক বড়ো বড়ো কারখানা, মেরিন একাডেমি ও কর্ণফুলি নদী চোখে পড়বে। শাহ আমানত আমন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি বিএনএস ঈসা খান পতেঙ্গার সন্নিকটে অবস্থিত। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের অনেক জেটি এখানে রয়েছে। মোহনা এলাকায় কর্ণফুলি নদী আর বঙ্গোপসাগরের পানির পার্থক্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। এখান থেকে রাতের বেলা কর্ণফুলির পাড়ে নেভাল একাডেমি সংলগ্ন বিচ থেকে মোহনার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

ছবি: পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত

পারকী সমুদ্রসৈকত

কর্ণফুলি নদীর মোহনায় অবস্থিত দক্ষিণ চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলাধীন পারকী দেশের অন্যতম একটি সমুদ্রসৈকত। চট্টগ্রাম শহর থেকে মাত্র ২২ কি.মি দক্ষিণে এবং আনোয়ারা উপজেলা সদর থেকে এর দূরত্ব ৮ কি.মি। বালুকাময় এ সৈকত প্রায় ১৫ কি.মি লম্বা এবং প্রস্থে ২৫০ থেকে ৩০০ ফুট (৭৬-৯১ মি.)। নবনির্মিত কর্ণফুলি তৃতীয় সেতু পার হয়ে চাতকী-পারকী সড়কের পাশেই কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ) কর্ণফুলি সার কারখানা (KAFCO) এবং চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা লি. (CUFL) অবস্থিত।

ছবি: পারকী সমুদ্রসৈকত